দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11-DEC 2002 ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৮ ...

# শিশু-কিশোরের চরিত্র গঠনে ও অপরাধ প্রবণতা থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব অভিভাবক-শিক্ষক সকলের ঃ প্রধানমন্ত্রী

গাজীপুর থেকে মুজিবুর রহমান ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, দেশের প্রতিটি শিশু-কিশোরের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করার উদ্যোগের পাশাপাশি চরিত্র গঠন এবং অপরাধ প্রবণতা থেকে তাদের রক্ষা করার উপরও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি অভিভাবক ও শিক্ষক (২য় পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

## প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি সচেতন নাগরিকেরও দায়িত্ব রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল মঙ্গলবার গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে সদ্যনির্মিত দেশের একমাত্র 'জাতীয় কিশোরী সংশোধনী প্রতিষ্ঠান'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এএম আব্দুল জব্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মর্তুজা হোসেন মুন্সী। প্রধানমন্ত্রী ফলক উন্মোচন করে সাজাপ্রাপ্ত ও অন্যান্য কারণে জেলে আটককৃত কিশোরীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের জন্য নির্মিত দেশের একমাত্র এ কেন্দ্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ২ একর জায়গার উপর ৬ কোটি ৬৩ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত কেন্দ্রটিতে ১৫০টি আসন এবং কিশোরী আদালত, কিশোরী হাজত এবং সংশোধনী কেন্দ্র এই তিনটি ইউনিট রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, শিশু-কিশোররা মারাত্মক অপরাধমূলক কাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে শিহাব হত্যাকাণ্ড, কিশোরী তৃষার দুঃখজনক অপমৃত্যু এবং ঢাকা ল্যাবরেটরী স্কুলের একজন শিক্ষকের হত্যাকাণ্ডে জড়িতরা সবাই কিশোর। তিনি বলেন, এদের মধ্যে হঠাৎ করে অপরাধপ্রবণতা জন্ম নেয়নি। এর পেছনে কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, পারিবারিকভাবে শিশু-কিশোরদের প্রতি খেয়াল না রাখা, তাদের উচ্ছৃঙ্খল আচার-আচরণকে সংশোধন না করা এবং সামাজিক অস্থিরতা ও নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণেই তারা অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে। আবার সমাজের দাগী আসামী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, পাচারকারী এবং মাদকদ্রব্য ব্যবসায়িগণও শিশুদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ঠেলে দেয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিশু অপরাধের সকল উৎস অবশ্যই রোধ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার দেশের প্রচলিত শিশু আইন ও বিধি, আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ এবং মানবিক চিন্তা-চেতনার আলোকে শিশু-কিশোরদের স্বার্থ রক্ষা, কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কিশোরী বিচার ব্যবস্থার আধুনিকায়নসহ ব্যাপক সংশোধনী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতি হিসেবে আমরা অর্থে বিত্তে, শিক্ষায় এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে এখনো গরীব রয়ে গেছি। দারিদ্র্যের পাশাপাশি আরো হরেক রকম সমস্যা ও সংকটের জটাজালে বাংলাদেশ এখনো আটকা পড়ে আছে। তিনি বলেন, এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।